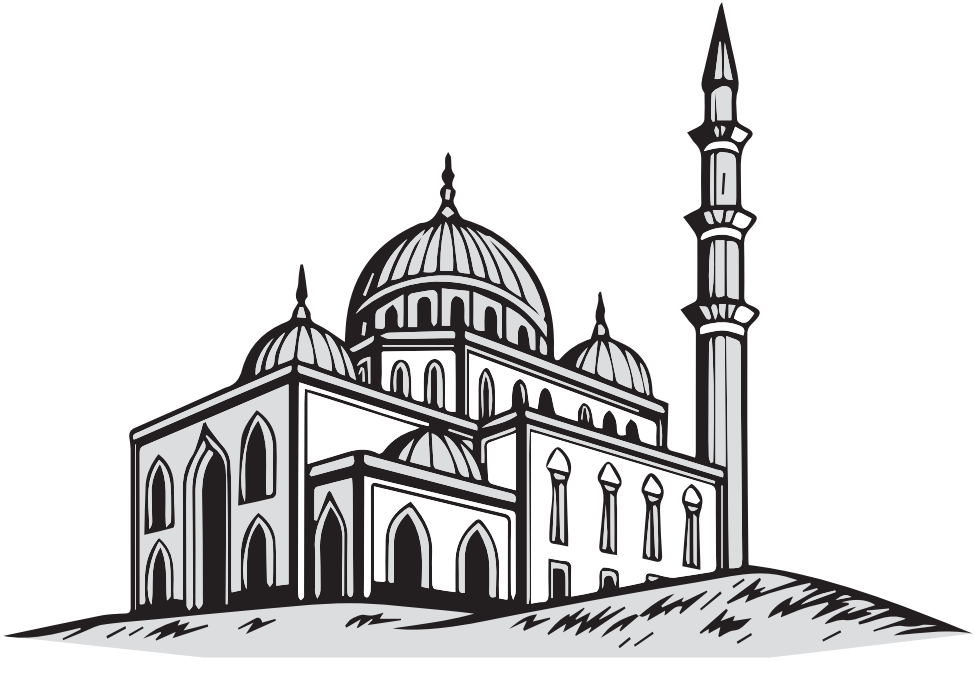

ঈমান রক্ষা ও আদর্শ সন্তান গঠনে

ফরয ইলমের গুরুত্ব ও মাকতাবের ভূমিকা

ঈমান রক্ষা ও আদর্শ সন্তান গঠনে

ফরয ইলমের গুরুত্ব ও মাকতাবের ভূমিকা

রচনা

মাওলানা আব্দুল্লাহ সুহাইব

মাওলানা মিজানুর রহমান

সম্পাদনা

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

পরিচালক : মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

উসতাযুল হাদীস : জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

ঈমান রক্ষা ও আদর্শ সন্তান গঠনে

ফরয ইলমের গুরুত্ব ও মাকতাবের ভূমিকা

প্রকাশনা সংখ্যা- ৩১

প্রথম প্রকাশ

রবীউস সানী ১৪৪৭ হিজরী, অক্টোবর ২০২৫ ঈসায়ী

সংগ্রহ করতে যোগাযাগ করুন

অর্ডার করতে QR কোডটি স্ক্যান করুন

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

01871746798 (হোয়াটসঅ্যাপ)

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ বইয়ের নাম উল্লেখপূর্বক কোনো প্রকার বিকৃতিসাধন ব্যতিরেকে উদ্ধৃত করার অনুমতি রয়েছে।

Preserving Faith And Raising Ideal Children : The Significance Of Fardh Knowledge And The Role Of Maktab Education- By Mawlana Abdullah Suhaib And Mawlana Mizanur Rahman, Published By Muassasa Ilmiyah Bangladesh.

MUASSASA ILMIYAH BANGLADESH

প্রকাশক

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

: 01871746798

: 01886788137

/ MuassasaIlmiyahbd

মহানগর প্রজেক্ট, হাতিরঝিল, রামপুরা, ঢাকা

mibd.org

মাকতাবাতুল আসলাফ

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আসলাফ

: 01747-330779

দোকান নং-৪০, প্রথম তলা, ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

/ realaslaf

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭

ইসলামের মূলভিত্তি : ঈমান ৯

ঈমানের সবচেয়ে বড় দাবি : ফরয ইলম অর্জন করা..... ৯

ফরয ইলমের পরিধি : ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া ১০

ফরযে আইন ইলম দুই প্রকার : তাৎক্ষণিক ফরয ও পর্যায়ক্রমিক ফরয ১১

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয : কুরআন তেলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধভাবে শেখা..... ১২

তেলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধ করার গুরুত্ব ১৩

তাজবীদ : তেলাওয়াত সহীহ হওয়ার জন্য অপরিহার্য.....১৪

কুরআন কারীম শেখার বরকত ও ফযীলত ১৫

সন্তানকে ফরয ইলম ও কুরআন শেখানো : অভিভাবকের প্রধান দায়িত্ব . ১৮

মা-বাবার ওপর সন্তানের সবচেয়ে বড় হক ১৮

কেয়ামতের দিন অভিভাবককে জিজ্ঞাসা করা হবে.....১৯

সন্তানের আসল ভবিষ্যৎ..... ২০

স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের ফরয ইলম শিক্ষা : বর্তমান বাস্তবতা ২১

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাবা-মা ও সমাজের দায়িত্বশীলদের করণীয় ২৩

মাকতাব : প্রাথমিক দ্বীন শিক্ষার মূলভিত্তি..... ২৩

মাকতাব শিক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে মনীষীদের বাণী ২৫

মাকতাবে যে বিষয়গুলো পাঠদান করা হয়.....২৭
মাকতাবের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রম.....২৭
মাকতাবের বিস্তারিত পাঠ্যক্রম.....২৭
বাস্তবজীবনে মাকতাব শিক্ষার সুদূরপ্রসারী প্রভাব.....২৯
আফটার স্কুল মাকতাব : নতুন প্রজন্মের জন্য যুগোপযোগী সমাধান ৩০
আফটার স্কুল মাকতাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র.....৩১
১. সুশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থা.....৩১
২. উন্নত পাঠ্যক্রম.....৩২
৩. ফলপ্রসু ও যুগোপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতি.....৩২
৪. আমল-আখলাকের বাস্তব অনুশীলন.....৩২
ফরয ইলমের প্রসার ও মাকতাব প্রতিষ্ঠায় আমাদের করণীয়.....৩৩
মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ : পরিচিতি ও উদ্দেশ্য.....৩৫

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে তাদের উপযোগী করে দ্বীনী শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া। আর সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য নিজ উদ্যোগে আলেমদের থেকে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করা। এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য উভয় শ্রেণির পারস্পরিক সহযোগিতা ও কো-অপারেশন কাম্য।

এই দায়িত্ববোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يُفَطِّنُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ؟ وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَفَطَّنُونَ؟

> ওই লোকদের কী হলো, তারা তাদের প্রতিবেশীদের মাঝে দ্বীনের বুঝ তৈরি করে না কেন, তাদেরকে ইলম শেখায় না কেন, তাদেরকে সচেতন করে তোলে না কেন, তাদেরকে নেক কাজের আদেশ করে না কেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে না কেন?
> আর ওই লোকদের কী হলো, তারা তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করে না কেন, তাদের কাছ থেকে দ্বীনের বুঝ অর্জন করে না কেন, তাদের থেকে সচেতনতা শেখে না কেন?![১]

১. মারিফাতুস সাহাবা, আবু নুআইম ১/৩২৭; আল ইসাবা, ইবনে হাজার ১/২২

সুতরাং সবার জন্য দ্বীনী শিক্ষা নিশ্চিত করা আলেম-সাধারণ উভয় শ্রেণির এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যার দায়ভার কেউই এড়াতে পারবে না।

আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে সর্বস্তরের মানুষের জন্য ফরয ইলম ও কুরআন শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন নামে উলামায়ে কেরামের নানা প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তন্মধ্যে মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা- এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'তালীমুদ্দীন একাডেমি' এবং দারুল আরকাম ইনস্টিটিউট কিশোরগঞ্জ- এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'আফটার স্কুল মাকতাব' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ এই শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে 'আফটার স্কুল মাকতাব' ও 'হিফয একাডেমি' শিরোনামে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কাজ শুরু করেছে এবং এর সুফলও প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

আফটার স্কুল মাকতাবের প্রায় চল্লিশ জন শিক্ষার্থীর কুরআন কারীমের সবক গ্রহণ উপলক্ষে "ঈমান রক্ষা ও আদর্শ সন্তান গঠনে ফরয ইলমের গুরুত্ব ও মাকতাবের ভূমিকা" শীর্ষক একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠান কেন্দ্র করে ফরয ইলম ও মাকতাব শিক্ষা প্রসারের দাওয়াত হিসেবে পুস্তিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

এটি প্রস্তুত করেছেন মাওলানা আব্দুল্লাহ সুহাইব ও মাওলানা মিজানুর রহমান। আল্লাহ তাআলা তাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করে নিন এবং দাওয়াতি কাজের বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে প্রোগ্রাম ও পুস্তিকাটিকে বরকতপূর্ণ ও উপকারি বানিয়ে দিন। আমীন।

বিনীত
তাহমীদুল মাওলা
৪-৪-১৪৪৭ হিজরী
২৭-৯-২০২৫ খৃস্টাব্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামের মূলভিত্তি : ঈমান

মানবজীবনের প্রকৃত সাফল্য ও আখেরাতের নাজাত নির্ভর করে একমাত্র ঈমানের ওপর। ঈমান ছাড়া দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি অর্জন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

ঈমানের মূলকথা হলো– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সবগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে, তাদের সংবাদের ওপর নির্ভর করে, মনে প্রাণে বিশ্বাস করা, মেনে নেওয়া, মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করা এবং যাবতীয় কুফর শিরকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

ঈমান কোনো নির্জীব বিষয় নয়, বরং ঈমান হলো সতত সক্রিয় এক জীবন্ত শক্তির নাম। তাই ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম কাজ হলো ঈমানের দাবি পূরণ করা।

ঈমানের সবচেয়ে বড় দাবি : ফরয ইলম অর্জন করা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও আদর্শ, যা আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষের জন্য নেয়ামতস্বরূপ ও মুক্তির একমাত্র মাধ্যম হিসেবে দান করেছেন। যে কোনো দ্বীন-ধর্ম বেঁচে থাকে তার আদর্শের চর্চা ও শিক্ষার প্রসারে। যদি শিক্ষা-আদর্শ হারিয়ে যায় তাহলে সেই দ্বীন-ধর্ম দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তার অনুসারীরা বিপথগামী হয়ে পড়ে।

সহজ করে বললে– দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ ধর্ম হলো ইসলাম। শাশ্বত এই দ্বীন সম্পর্কে জেনে বাস্তব জীবনে তা অনুসরণের জন্য দ্বীনের ইলম ও শিক্ষা অর্জন করতেই হবে। তাই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনী ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয করে দিয়েছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِم.

প্রত্যেক মুসলমানের উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ফরয।[২]

এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, ঈমানের মৌলিক দাবি হলো– ইলম অর্জন করা। কেননা ইলম ছাড়া ঈমান কখনো পরিপূর্ণ হয় না। একারণেই বলা হয়– যতটুকু ইলম ততটুকু দ্বীনদারি। ইলম থেকেই দ্বীন ও ঈমানের সূচনা। ইসলামের সর্বপ্রথম ওহীর অবতরণও হয়েছে ইলম অর্জনের আদেশ দিয়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾

পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।[৩]

সুতরাং ঈমান আনার পর মুমিনের প্রথম দায়িত্ব হলো ইলম শেখা। কেননা ইলম ঈমানের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইলম ছাড়া ঈমানের দাবি পূরণের পথে কোনোভাবেই অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই প্রত্যেক মুমিনের করণীয় সবার আগে ঈমান শেখা এবং ফরয ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ করা।

ফরয ইলমের পরিধি : ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া

দ্বীন-ঈমানের জ্ঞান অর্জন করা ফরয– এ কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু দ্বীনের কী পরিমাণ ইলম কার জন্য কখন শেখা ফরয– এ সম্পর্কে অধিকাংশই উদাসীন। অথচ এটি সবার জানা জরুরি যে, ইসলামী জীবনব্যবস্থার যথার্থ বাস্তবায়ন এবং নিজ ঈমান-আমলের হেফাযত করার জন্য যে পরিমাণ ইলম শেখা প্রয়োজন, তার সবটুকুই ফরয ইলমের আওতাধীন।

অতএব, ফরয ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– ইলমে দ্বীনের ওই জরুরি অংশ, দ্বীনের উপর চলার জন্য যা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য অর্জন করা অপরিহার্য। অপরিহার্য হওয়ায় তা শেখা ও শিক্ষাদান করাও জরুরি ও ঈমানী দায়িত্ব।

---

২. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪
৩. সূরা আলাক, আয়াত ০১

ফরয ইলমের দুটি স্তর– (ক) ফরযে আইন (খ) ফরযে কেফায়া।

(ক) ফরযে আইন বলতে বোঝায়, সুষ্ঠুভাবে ইসলামী জীবন যাপন করার জন্য যে পরিমাণ ইলম সবার জন্য শেখা ফরয। অর্থাৎ যতটুকু ইলম শেখা না হলে পদে পদে ঈমান বিপন্ন হয়, ইবাদত বিনষ্ট হয়, সামাজিক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন হয় এবং সর্বোপরি দ্বীনী জীবন যাপনে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, ততটুকু ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরযে আইন।

(খ) ফরযে কিফায়া হলো, দ্বীনের সকল শাখার দলিলসমৃদ্ধ বিস্তারিত গভীর ইলম। অর্থাৎ ইলমের ওই স্তর, যা দ্বারা কুরআন হাদীস ও ইসলামী শরীয়ত থেকে নবউদ্ভূত বিষয়াবলির দলিলভিত্তিক শরয়ী সমাধান বের করা যায়। এই স্তরের ইলম সবার জন্য শেখা ফরয নয়। তবে সমাজে কিছু সংখ্যক আলেম এমন থাকা আবশ্যক, যারা দ্বীনের গভীর ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ করবেন এবং ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের প্রামাণিক গবেষণায় নিমগ্ন থাকবেন। যেন সাধারণ মুসলমান প্রয়োজনে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নির্ভরযোগ্য দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারেন।

ফরযে আইন ইলম দুই প্রকার : তাৎক্ষণিক ফরয ও পর্যায়ক্রমিক ফরয

(ক) তাৎক্ষণিক ফরয ইলম : ব্যক্তি যখন যে কাজ বা যে বিষয়ের সম্মুখীন হবে তখনই তার শরয়ী বিধান জেনে নিবে। যেমন, বর্তমানে যে সমস্যা বা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এর শরয়ী সমাধান কী- তা জেনে নেওয়া। এটি ফরয ইলমের এমন একটি প্রকার, যা নগদ জানতে হয়, দেরি করার কোনো সুযোগ নেই।

তবে ব্যক্তিভেদে প্রয়োজনে বিভিন্নতা আছে। একেক জনের একেক বিষয়ের ইলম দরকার হয়। পেশা ও কাজ অনুযায়ী যার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রয়োজন পড়ার সম্ভাবনা আছে, সেগুলোর ইলম তাকে আগে থেকেই অর্জন করতে হবে। উদাহরণত, একজন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছেন। প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্যে হালাল হারাম দুই-ই আছে। তো ব্যবসা শুরু করার আগে জানতে হবে কোনটা হালাল, কোনটা হারাম।

(খ) পর্যায়ক্রমিক ফরয ইলম : ফরয ইলমের কিছু বিষয় আছে এমন যেগুলো জীবনভর প্রয়োজন হয়, তবে সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে শেখা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে শিখতে থাকতে হয়। যেমন কুরআন কারীমের সহীহ-শুদ্ধ তেলাওয়াত শেখা।

ঈমান আনা ও ইসলাম সম্পর্কে বোধ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই ফরয ইলমের এই অংশের জ্ঞান অর্জন করা আরম্ভ করতে হয়। এক দিনে, এক সপ্তাহে বা এক মাসে জরুরি ইলমের এই অংশ শিখে শেষ করা যায় না। আর স্বল্প সময়ে সব শিখে ফেলার কথা শরীয়তও বলে না। তাই তা অল্প অল্প করে শিখতে হয়। ফরয ইলমের এ অংশ যতক্ষণ বাকি থাকবে, ততক্ষণ তা শেখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

জানা থাকা জরুরি যে, উভয় প্রকার ফরয ইলমের পরিমাণ সামান্য নয়। বরং অনেক বেশি। বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে না শিখলে তা শিখে শেষ করা সম্ভব নয়।

এখানে ফরয ইলমের পরিধি ও প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। প্রথমে সবাইকে ঈমান ও ইসলাম শিখতে হবে। আর ঈমান শেখা ও ইসলাম শেখার মানেই হলো ফরয ইলম শেখা। তারপর যা কিছু শেখা হলো বাস্তবজীবনে তা প্রয়োগ ও অনুশীলন করা। প্রয়োগ তথা ইলম অনুযায়ী সাধ্যমতো আমল করা ছাড়া শুধু জ্ঞানার্জন করা হলে শেখা পরিপূর্ণ হয় না এবং ফরযও আদায় হয় না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয : কুরআন তেলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধভাবে শেখা

কুরআন কারীম আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণের চাবিকাঠি। পার্থিব জীবনের সাফল্য ও সুপথগামিতা আর পারলৌকিক জীবনের মুক্তি ও নাজাতের অনন্য উপায়। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে সর্বযুগে সকল মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল ছিল কুরআন তেলাওয়াত।

কুরআন তেলাওয়াত বিশুদ্ধ করা ছাড়া দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযও যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব নয়। তাই কুরআনের প্রয়োজনীয় সূরা মুখস্থ করা এবং বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারা একটি গুরুত্বপূর্ণ

ফরয। এ ব্যাপারে অবহেলা করে পূর্ণ কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অথচ অনেকেই সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শেখাকে গুরুত্বই দেন না।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের জীবনে কুরআন তেলাওয়াত শেখা ও শেখানোর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। যখনই কোনো ব্যক্তি বা গোত্র কিংবা কোনো অঞ্চলের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করত, নবীজী তাদেরকে দ্বীনের তালীম ও কুরআন শেখানোর জন্য এক বা একাধিক শিক্ষক নির্ধারণ করে দিতেন। তারা আকীদা বিশ্বাস ও মাসআলা মাসায়েলের তালীম দেওয়ার পাশাপাশি কুরআনের সহীহ-শুদ্ধ তেলাওয়াতও শিক্ষা দিতেন। এভাবে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শেখা-শেখানোর যে ধারা শুরু হয়েছিল আজও তা অব্যাহত রয়েছে।

তেলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধ করার গুরুত্ব

তেলাওয়াত সহীহ করার গুরুত্ব এ থেকেও অনুধাবন করা যায় যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তেলাওয়াত শিখিয়েছেন এবং তাঁর ওপর উম্মতকে তেলাওয়াত শেখানোর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তেলাওয়াত শিখেছেন সাহাবায়ে কেরাম; তাদের নিকট থেকে তাবেয়ীগণ; তাদের থেকে পরবর্তীগণ- এভাবেই প্রত্যেক যুগে কুরআন কারীমের সহীহ-শুদ্ধ তেলাওয়াত শেখার ধারা চালু আছে।

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় শিখতে হয়, যা শুধু কুরআনের সাথেই নির্দিষ্ট। আরবী ভাষার অন্য কোথাও এর ব্যবহার নেই। উদাহরণত মাদ্, লীন, কলকলা, ইমালাহ, সাকতা, গুন্নাহ, গুন্নাহের প্রকারভেদে উচ্চারণের ভিন্নতা এবং আরো যে বিষয়গুলো শুধু কুরআন তেলাওয়াতের সাথেই সম্পৃক্ত– এগুলো নিজে নিজে অর্জন করা যায় না। উস্তাযের তেলাওয়াত শুনে মশক ও অনুশীলন করে শিখতে হয়। কুরআন তেলাওয়াত সহীহ না হলে কখনো কখনো নামাযই ফাসেদ হয়ে যেতে পারে। তাই সহীহ-শুদ্ধ তেলাওয়াত শেখার কোনো বিকল্প নেই।

তাজবীদ : তেলাওয়াত সহীহ হওয়ার জন্য অপরিহার্য

কুরআন শেখার সূচনা পদক্ষেপ হলো, কুরআন কারীমের সহীহ শুদ্ধ তেলাওয়াত শেখা; তাজবীদের নিয়ম কানুন অনুযায়ী কুরআন কারীম পড়তে শেখা।

সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত-

الأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، مَن لَمْ يُجَوِّدِ القُرآنَ فَهُو آثِمٌ.

> তাজবীদ শেখা সবার উপর ফরয। তাজবীদ ছাড়া কুরআন তেলাওয়াতকারী গুনাহগার।[৪]

তাজবীদের সাথে কুরআন পড়া, মাখরাজ ও সিফাতের প্রতি লক্ষ রাখা এবং পাঠরীতির অনুসরণ করা তেলাওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তেলাওয়াত শেখা থেকে বিরত থাকা, তাজবীদের ব্যাপারে গাফলতি করা এবং এ বিষয়ে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটি কেবল গুনাহের কাজ তাই নয়, বরং তেলাওয়াতের ব্যাপারে নবীজির অনুসৃত পন্থা থেকে বঞ্চিত থাকার নামান্তর। এমন ব্যক্তি নিজের অজান্তেই অনেক ভয়াবহ অপরাধে নিপতিত হয়। যথা:

(ক) কুরআন কারীমের হক নষ্ট করা।

(খ) কুরআন কারীমের শব্দগত বা অর্থগত বিকৃতি সাধন করা।

(গ) লাহনে জলী (বড় ধরনের ভুল) এর কারণে আল্লাহর দিকে অজান্তেই মিথ্যা বিষয় সম্পৃক্ত করে দেওয়া।

(ঘ) সহীহ তেলাওয়াত না শেখায় নিজের নামাযকে বরবাদ ও বিনষ্ট করা।

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের করণীয়–

(১) নিজ নিজ কুরআন তেলাওয়াতের পরীক্ষা নেওয়া। কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমকে শুনিয়ে জেনে নেওয়া যে, কার তেলাওয়াতে কতটুকু ত্রুটি আছে এবং কীভাবে এই ত্রুটি দূর করা যায়।

---

৪. আলমুকাদ্দিমাতুল জাযারিয়্যাহ, ইবনুল জাযারী, পৃষ্ঠা ১১

(২) পাশাপাশি ঘরের প্রত্যেক ছোট বড় সদস্য, এমনকি কাজের লোকদেরকেও শুদ্ধ তেলাওয়াত শেখানোর চেষ্টা করা পরিবারের দায়িত্বশীলদের একটি দ্বীনী ও ঈমানী দায়িত্ব।

কুরআন কারীম শেখার বরকত ও ফযীলত

(ক) কুরআন কারীম আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম। যারা আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করে, কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে এবং কুরআন শিক্ষা দেয় আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন।

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

যারা আল্লাহর ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে, তাদের প্রতি 'সাকীনা' তথা এক প্রকার বিশেষ প্রশান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয়, ফেরেশতারা তাদেরকে বেষ্টন করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর কাছের ফেরেশতাদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন।[৫]

(খ) পৃথিবীর বুকে কুরআন কারীম একমাত্র কিতাব, যার তেলাওয়াতে রয়েছে হরফে হরফে নেকী।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ ﴿الم﴾ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

৫. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়ল তার জন্য রয়েছে একটি নেকী। আর একটি নেকী দশ নেকী সমতুল্য। নবীজী বলেন, আমি বলছি না যে, আলিফ লাম মীম- একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।[৬]

(গ) যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে কুরআন কারীমকে নিজের সঙ্গী বানাবে কেয়ামতের দিন কুরআন তাকে ভুলবে না। কিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে কুরআন তাকে সঙ্গ দেবে এবং তার জন্য সুপারিশ করবে।

আবু উমামা বাহেলী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ.

তোমরা কুরআন পড়। কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন তার 'ছাহিবের' জন্য সুপারিশ করবে।[৭]

(ঘ) আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনে যেভাবে ছাহিবে কুরআন বান্দাদের সম্মানিত করে থাকেন, তেমনি আখেরাতেও তাদেরকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

يُقَالُ - يَعْنِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ -: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا.

(কেয়ামতের দিন) ছাহিবে কুরআনকে বলা হবে, তুমি তেলাওয়াত করতে থাক এবং (উপরের দিকে) চড়তে থাক। তুমি উত্তমরূপে তেলাওয়াত করতে থাক যেভাবে দুনিয়াতে সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করতে। কেননা তুমি যতটুকু পর্যন্ত পড়বে সেখানে হবে তোমার ঠিকানা।[৮]

---

৬. জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১০
৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৪
৮. জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১৪

(ঙ) উত্তমভাবে কুরআন তেলাওয়াতকারীগণ থাকবেন শীর্ষস্থানে, সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে। আর যে কষ্ট সত্ত্বেও কুরআন পড়া অব্যাহত রাখে তার জন্য থাকবে দ্বিগুণ সওয়াব।

আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ.

> যারা উত্তমরূপে কুরআন পড়বে তারা থাকবে অনুগত সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে। আর যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে আটকে যায় ও কষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। [৯]

নবীজীর এ হাদীসটি একদিকে যেভাবে তেলাওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী, তেমনি কুরআন পড়তে যাদের কষ্ট হয়, মুখে আটকে আটকে যায়, তাদের জন্যও এ বাণী আশা সঞ্চারক ও উৎসাহব্যঞ্জক। এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী দ্বিগুণ সওয়াব। তেলাওয়াতের সওয়াব এবং তেলাওয়াতের জন্য যে কষ্ট হয় সেই কষ্টের সওয়াব।

অতএব যারা এখনো সহীহ-শুদ্ধ তেলাওয়াত শিখেনি, সাবলীল তেলাওয়াত করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি, তাদের হতোদ্যম হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে, দ্বিগুণ সওয়াব প্রাপ্তির আশায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এভাবে চেষ্টা করতে থাকলে একসময় তেলাওয়াত সাবলীল হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলার নেককার ফেরেশতাদের সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ হবে, ইনশাআল্লাহ।

---

৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৯৮

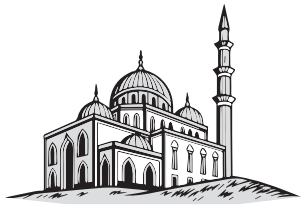

সন্তানকে ফরয ইলম ও কুরআন শেখানো অভিভাবকের প্রধান দায়িত্ব

মা-বাবার ওপর সন্তানের সবচেয়ে বড় হক

মুমিনের ঘরে সন্তান হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ আমানত। জন্মগতভাবে মুসলিম হলেও সে ঈমান সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নিয়ে দুনিয়াতে আসে না। তবে দ্বীন-ঈমান গ্রহণের স্বভাবজাত যোগ্যতা তার মাঝে সুপ্ত থাকে। সঠিক পরিবেশ ও শিক্ষার মাধ্যমে যদি এই যোগ্যতার যথাযথ পরিচর্যা করা হয়, তাহলে তা সুরক্ষিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অন্যথায় তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

> প্রত্যেক শিশু সত্য গ্রহণের (তথা দ্বীন-ঈমান গ্রহণের) যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী, খৃস্টান বা অগ্নিপূজারী বানায়।[১০]

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানতস্বরূপ প্রাপ্ত শিশু সন্তানের কোমল হৃদয়ে সুপ্ত এই ঈমানকে জাগিয়ে তোলা মা-বাবার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করা ব্যতীত আদরের সন্তানকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾

---

১০. সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৮৫

হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।[১১]

জাহান্নামের আগুন থেকে সন্তানকে কীভাবে বাঁচানো যাবে? আদরের সন্তানকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে চাইলে শৈশব থেকেই তাকে খাঁটি ঈমানদার বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আর তার কার্যকরি উপায় হলো, কুরআন তেলাওয়াত ও নামায-রোযাসহ যাবতীয় ফরয ইলম শেখানোর দ্বারা শিশুর প্রাথমিক পাঠ আরম্ভ করা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

নিজ পরিবারকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না। রিযিক তো আমিই দিব। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই।[১২]

বলাবাহুল্য, পরিবার তথা সন্তানাদিকে নামাযের হুকুম দেওয়ার মাঝে নামায শেখানোর বিষয়টিও নিহিত।

কেয়ামতের দিন অভিভাবককে জিজ্ঞাসা করা হবে

কেয়ামতের দিন প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ.

জেনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; আর (পরকালে) প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত

১১. সূরা তাহরীম, আয়াত ৬
১২. সূরা তোয়াহা, আয়াত ১৩২

> হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-সংসার ও সন্তান-সন্ততির ওপর দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।[১৩]

কেয়ামতের দিন মা-বাবা নিজ সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। বলাবাহুল্য, এ জিজ্ঞাসার প্রধান বিষয়বস্তু হবে– সন্তানকে ঈমানদার হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে কি না, তাকে ফরয ইলম ও কুরআন কারীম শেখানো হয়েছে কি না। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো অভিভাবক সন্তানকে দ্বীন-ঈমান শেখানোর বিষয়ে অবহেলা করেন, যার ফলে সন্তান জাহান্নামের পথে ধাবিত হয়, তাহলে কেয়ামতের দিন অভিভাবককে পাকড়াও করা হবে।

সন্তানের আসল ভবিষ্যৎ

বর্তমান সময়ে অনেক মা-বাবা সন্তানের দুনিয়ার জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে আখেরাতের জীবনকে অগ্রাহ্য করেন। এক্ষেত্রে তারা মনে করেন, পার্থিব জীবনের সুবিধা অর্জন করাই সন্তানের একমাত্র ভবিষ্যৎ।

প্রশ্ন হলো, আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি সন্তানের আসল ভবিষ্যৎ কোনটি? দুনিয়ার সাময়িক ক্ষণস্থায়ী জীবন, নাকি আখেরাতের অনন্ত চিরকালীন জীবন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে তিনি জানিয়েছেন–আসল ভবিষ্যৎ হলো আখেরাতের জীবন।

কুরআন কারীমে এসেছে,

﴿وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لَهِيَ ٱلۡحَيَوَانُۚ﴾

আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত![১৪]

---

১৩. সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮

১৪. সূরা আনকাবূত, আয়াত ৬৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ﴾

তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ আখেরাতের জীবনই উৎকৃষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী।[১৫]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَة

হে আল্লাহ! প্রকৃত জীবন তো আখেরাতের জীবন।[১৬]

ভাবনার বিষয় হলো, আমরা কি সন্তানের আসল ও চিরস্থায়ী ভবিষ্যৎ 'আখেরাতের জীবন' নিয়ে ততটা চিন্তিত, যতটা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার 'ভবিষ্যৎ জীবন' নিয়ে ব্যতিব্যস্ত?

স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের ফরয ইলম শিক্ষা : বর্তমান বাস্তবতা

জাগতিক জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যেমন অনস্বীকার্য। তেমনি আখেরাতে মুক্তি লাভ এবং দুনিয়াতে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ ঈমান ও আখেরাতের বিশ্বাস নির্ভর ইসলামী নৈতিক শিক্ষা অর্জন-অনুশীলন করা এবং উপার্জন ও উপভোগের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য জানাও অপরিহার্য।

অথচ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের প্রণীত[১৭] এবং পশ্চিমাধারা প্রভাবিত স্কুল-

---

১৫. সূরা আলা, আয়াত ১৬-১৭

১৬. সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯৬১

১৭.ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের পতনের পর ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা ইসলামী শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। লর্ড ম্যাকলে ১৮৩৫ সালে প্রদত্ত তথাকথিত Minutes on Education-এ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিল,

We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals, and in intellect."

কলেজের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এমন অনেক উপাদান রয়েছে, যা ধর্মদ্রোহিতা ও ইসলাম বিরোধিতাকে উস্কে দেয় এবং হালাল-হারামের সীমারেখা মুছে দিয়ে লাগামহীন ভোগ-বিলাসের প্রতি প্রলুব্ধ করে। উপরন্তু ক্রমপরিবর্তনশীল স্কুলশিক্ষা কারিকুলামে এমন আরও বহু উপাদান প্রতিনিয়ত অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, যেগুলোর কারণে সরলমনা শিক্ষার্থীদের মন-মানসে তাদের অজান্তেই ইসলামোফোবিয়া তথা ইসলাম বিদ্বেষ জেঁকে বসে।

প্রচলিত শিক্ষার এই দুরবস্থার কারণে আজকের শিক্ষার্থী স্কুল-কলেজে প্রাথমিক ফরয ইলম সম্পর্কে কোনোও ধারণা পায় না। ইসলামী মূল্যবোধ তার মাঝে সৃষ্টি হয় না। আল্লাহর স্মরণ, আখেরাতে জবাবদিহিতা ও জাহান্নামের ভয় তার অন্তরে জাগ্রত হয় না। আল্লাহর কাছে রিযিক চাওয়া, বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি মূল্যবান নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। সে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করে ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত হয়ে বৈধ-অবৈধ বাছবিচার না করে অর্থ উপার্জনে মেতে উঠে।

ফলে মুসলিম সন্তানদের একটি শ্রেণি স্বপ্নের স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করে হয়ে ওঠছে– পিতা-মাতার অবাধ্য, দুর্নীতি পরায়ণ, পশ্চিমা চিন্তার বাহক ও প্রচারক, সাম্রাজ্যবাদীর চর-রাষ্ট্রদ্রোহী, এমনকি ধর্মদ্রোহী ও খোদাদ্রোহী।

অথচ মুসলিম হিসেবে কার্যকরি ইসলামী শিক্ষা লাভ করা ও ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা করে জাগতিক শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক শিশুরই মৌলিক অধিকার। তাই প্রয়োজন ছিল, স্কুল-কলেজের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়ে তা থেকে ধর্মহীনতার বীজ উপরে ফেলা এবং আরো উন্নত, আধুনিক ও বাস্তবসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা। যেন আমাদের সন্তানরা খাঁটি ঈমানদার হওয়ার পাশাপাশি জাগতিক জীবনেও স্বনির্ভর হতে পারে এবং সফলতার স্বাক্ষর রাখতে পারে।

[Thomas Babington Macaulay-এর **"Minute on Education"**]

"আমরা এমন এক শ্রেণি তৈরি করতে চাই, যারা রক্ত-মাংসে ভারতীয় হলেও চিন্তাচেতনায় হবে ইংরেজ।" এর ফলেই কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক মাকতাব ও মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল করে, কেবল ধর্মহীন জাগতিক বিদ্যা শেখানোর মতো সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাবা-মা ও সমাজের দায়িত্বশীলদের করণীয়

চলমান এ সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রত্যেক মুসলিম অভিভাবক ও সমাজের দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হলো– সন্তানদের জন্য ইসলামের ফরয ইলম ও কুরআন শেখার মযবুত ব্যবস্থা করা। আর এ লক্ষ্য পূরণে নিম্নোক্ত কাজগুলো সাধ্যমতো শুরু করে দেওয়া।

হক্কানী আলিমদের তত্ত্বাবধানে ঘরে-বাহিরে ও মসজিদে সর্বত্র ফরয ইলম চর্চার ব্যবস্থা করা।

প্রতিটি এলাকায় ইসলামী শিক্ষার বাতিঘর 'মাকতাব' প্রতিষ্ঠা করা, যেন শিশু-কিশোররা তাতে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাটুকু লাভ করতে পারে।

এমন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সাধারণ স্কুল শিক্ষার সর্বোন্নত মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি ফরয ইলম ও দ্বীন-ঈমান শেখার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হবে।

মাকতাব : প্রাথমিক দ্বীন শিক্ষার মূলভিত্তি

মাকতাব হলো ইসলামের প্রাইমারি শিক্ষাকেন্দ্র, যেখানে শিশুদের প্রধানত কুরআন মাজীদ ও দ্বীনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। আরবীতে এর প্রসিদ্ধ নাম হলো 'কুত্তাব', বহুবচনে কাতাতীব। সালাফের যুগে যারা মাকতাবে শিক্ষাদান করতেন, তাদের উপাধি ছিল মুআল্লিম, মুআদ্দিব ও মুকতিব।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে যেহেতু শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সবারই কুরআন ও দ্বীন নতুন করে শেখার প্রয়োজন ছিল, তাই সেসময় শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র মাকতাব না হয়ে বরং সবার জন্য কুরআন ও দ্বীন শেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশেষভাবে শিশুদের জন্য না হলেও, সীমিত পরিসরে মাকতাবে কুরআন ও দ্বীন শেখানোর ধারা স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।[১৮]

পরবর্তীতে শিশুদের জন্য পৃথকভাবে মাকতাবের আয়োজন করেন খলীফা

---

১৮. মুসনাদে আহমাদ এর ৩৬৯৭ নং হাদীসে সরাসরি 'কুত্তাব' শব্দ উল্লিখিত হয়েছে।

হযরত উমর ফারুক রাযি.।[১৯] তারপর থেকে খেলাফতে রাশেদার পুরো সময়েই মাকতাবের এ ধারা অনেক বিস্তৃতি লাভ করে। উম্মাহর মনীষীগণ সর্বযুগে ও সর্বকালে শিশু-কিশোরদের দ্বীন-ঈমানের বুনিয়াদী ও প্রাথমিক ইলম শেখানোর জন্য মাকতাবের এ ধারা সজীব ও সচল রেখেছেন।

খায়রুল কুরুন তথা শ্রেষ্ঠ যুগের মনীষীগণ মাকতাবের শিশুদের কত বেশি গুরুত্ব দিতেন ইতিহাসের পাতায় এর বহু ঘটনা সংরক্ষিত আছে। যেমন–

ক. সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. মাকতাবের বাচ্চাদের সালাম করার জন্য মাকতাবের দিকে যেতেন।

খ. বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. যখন মাকতাবের পাশ দিয়ে যেতেন তখন বাচ্চাদের সম্পর্কে বলতেন, এরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ।

গ. ইমাম মালেক রহ. মাকতাবের মুআল্লিমীন তথা শিক্ষাদানকারীদের প্রশংসা করে বলেন, যদি মাকতাবের মুআল্লিমগণ না থাকতেন তাহলে আমরা কী হতাম![২০]

এছাড়াও অনেক বড় বড় তাবেঈ, তাবে তাবেঈ, ফকীহ ও মুহাদ্দিসের নাম ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে, যারা স্বয়ং মাকতাবে পড়িয়েছেন।[২১]

মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা অনেক আলিম ও ফকীহগণই শৈশবে এসব মাকতাবেই পড়াশুনা করেছেন। শাফিয়ী মাযহাবের প্রাণপুরুষ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীশ আশ শাফিয়ী রহ. ছিলেন ইয়াতীম। তাঁর মা শিশুকালে তাঁকে মাকতাবে ভর্তি করিয়ে দেন। মাকতাবে কুরআন মাজীদ খতম করার পর তিনি মসজিদে উলামায়ে কেরামের মজলিসে বসা শুরু করেন।[২২]

কালজয়ী হাদীসগ্রন্থ সহীহ বুখারীর সংকলক ইমাম বুখারী রহ.-ও মাকতাবের ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, মাকতাবে পড়াকালীন আমি হাদীস মুখস্থ করার

১৯. আলজামী ফি কুতুবি আদাবিল মুআল্লিমীন, সংকলন- আদিল ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে সাদ
২০. তবাকাতে ইবনে সাদ ৫/১৪১
২১. দ্রষ্টব্য, আল মুহাব্বার, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে হাবীব হাশেমী, আলমাআরিফ, ইবনে কুতাইবা
২২. মানাকিবুশ শাফিয়ী, বায়হাকী, ১/৯৪

অনুপ্রেরণা পেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন আপনার বয়স কত ছিল? তিনি বলেন, দশ বছর বা তারও কম।[২৩]

মাকতাব শিক্ষাব্যবস্থার গৌরবময় এ ধারা বাংলার মাটিতে মুসলিম শাসনের শুরু থেকে সুলতানী আমল ও মুঘল আমল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তখনকার সময়ে প্রতিটি মসজিদে মাকতাব ছিল। মসজিদের বাইরেও স্বতন্ত্র অনেক মাকতাব ছিল। সাধারণত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিত্তবানদের সহযোগিতায় এসব মাকতাব পরিচালিত হত।

কিন্তু ভারত উপমহাদেশে মুঘল শাসনের পতন ঘটলে ইংরেজ বেনিয়ারা সমস্ত মাকতাব-মাদরাসা বিলুপ্ত করার হীন উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। মাকতাব-মাদরাসার স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, এর পৃষ্ঠপোষক বিত্তবান মুসলিমদের সম্পদ কুক্ষিগত করাসহ নানা কূটকৌশলের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মাকতাব শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। ফলে মুসলিম শিশুদের দ্বীন-ঈমান শেখার একাডেমিক ব্যবস্থা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে।

সারকথা, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম কেন্দ্র হচ্ছে মাকতাব শিক্ষা। যা ইসলামী শিক্ষার প্রথম সোপান ও স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। মাকতাব শিক্ষা ছাড়া সাধারণ মুসলমানের ঈমান-আমল নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন।

ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, মাকতাব শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে শিশুদের ঈমান রক্ষার দুর্গ, ইসলামী মূল্যবোধের পাঠশালা এবং ফরয ইলম ও কুরআন মাজীদ শিক্ষার কেন্দ্র। মাকতাব মুসলমানদের আদি ও মৌলিক শিক্ষাক্রম। একজন মুসলমান হিসেবে যতটুকু জ্ঞানার্জন জরুরি, তার উল্লেখযোগ্য অংশ মাকতাব থেকেই অর্জন করা সম্ভব।

মাকতাব শিক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে মনীষীদের বাণী

এজন্যই উম্মাহর মনীষীগণ সর্বযুগে ও সর্বকালে মাকতাব শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং মাকতাব প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের লক্ষ্যে বহু মেহনত করে চলেছেন। মাকতাবের গুরুত্ব প্রসঙ্গে নিকট অতীতের

২৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী, ১২/৩৯৩

মনীষী আলিমগণের কিছু বাণী উদারহণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো।

(ক) হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন,

সর্বপ্রথম মুসলিম বাচ্চাদেরকে কুরআন পড়ানো উচিত। দীনের জরুরি বিষয়াদি শেখানো উচিত। এমনটা সঙ্গত নয় যে, চোখ মেলার পরই তাকে ইংরেজি তথা স্কুল শিক্ষায় লাগিয়ে দেওয়া হবে। তাই প্রথমে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিন।[২৪]

(খ) মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী রহ. বলেন,

বাচ্চাদের জন্য মৌলিক দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা মুসলমানগণ নিজেরাই করবে। বিশেষত মাকতাব প্রতিষ্ঠা এ সময়ে এতটাই জরুরি হয়ে পড়েছে যে, আমি মনে করি, বর্তমান প্রজন্মের দ্বীনদারি টিকিয়ে রাখা ও সংরক্ষণের জন্য মাকতাব প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা এতটা ফলদায়ক হতে পারে না।[২৫]

(গ) মাওলানা মনযুর নুমানী রহ. বলেন,

আমাদেরকে কঠোর মেহনত করে, পেটে পাথর বেঁধে হলেও কুরআনী মাকতাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং মাকতাবের সমস্ত দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে। আল্লাহ তাআলার সাহায্যও তাদের সাথে হবে যারা তার পথে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মত্যাগ করবে। মাকতাব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে যেন মুসলিম শিশুরা মাকতাবেই শিক্ষা গ্রহণ করে।[২৬]

(ঘ) হাফেজ্জী হুজুর রহ. বলেন,

বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার কুরআনী মাকতাব প্রতিষ্ঠা করুন। মাকতাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে ঈমানের দৌলত পৌঁছে দিন এবং তাদের মধ্যে ইসলামী আদর্শ, চেতনা ও মূল্যবোধের বীজ বপন করুন।

---

২৪. আল ইলমু ওয়াল ওলামা, পৃষ্ঠা ৪০
২৫. তাকবীরে মুসালসাল, পৃষ্ঠা ২৩০
২৬. মাকাতীব কী আহাম্মিয়াত আকাবীর কী নিগাহ মে, পৃষ্ঠা ১১

(ঙ) আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. বলেন,

সম্মানিত ইমাম ও উলামায়ে কেরাম! আপনারা এ দেশের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে মাকতাব প্রতিষ্ঠা করুন। কুরআনের এই খেদমতকে জীবনের মাকসাদ বানিয়ে নিন। কঠোর সাধনার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে কুরআনের শিক্ষা পৌঁছে দিন। নিজ নিজ অবস্থান থেকে ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত উদ্যোগে মাকতাব প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করে ঈমানী ও জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন।

মাকতাবে যে বিষয়গুলো পাঠদান করা হয়

মাকতাবের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রম

আকীদাতুল ইসলাম (ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস)
ফারায়েযুল ইসলাম (ইসলামের ফরয বিধি-বিধান)
মাহারেমুল ইসলাম (হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়ের ইলম)
আদাবুল ইসলাম (ইসলামী আদব-শিষ্টাচার)
কুরআন মাজীদ (তেলাওয়াত সহীহশুদ্ধ করা)

এগুলোই হলো প্রাথমিক ফরয ইলম, যা প্রতিটি মুসলিম ছেলে-মেয়ের জন্য শেখা ও পালন করা আবশ্যক। আর মাকতাবে সেই প্রয়োজনীয় ইলম অত্যন্ত সহজভাবে ও যত্নের সাথে শিক্ষাদান করা হয়।

মাকতাবের বিস্তারিত পাঠ্যক্রম

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি বোঝার সহজার্থে আরেকটু সম্প্রসারিতরূপে পেশ করা হলো।

১. কুরআন কারীম শিক্ষাদান। এতে কুরআন সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অর্জনীয়–

ক. হরফ ও হরকত এর সহীহ শুদ্ধ উচ্চারণ।

খ. নাযেরা তথা দেখে দেখে তাজবীদ ও তারতীলের সঙ্গে তেলাওয়াত করা।

গ. উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সূরা ও জরুরি বিষয়াবলি হিফয করা।

২. ইসলামের মৌলিক আকীদার প্রাথমিক পাঠ।

৩. আল্লাহ তাআলার ইবাদত, দ্বীনের প্রতীকী বিষয়াবলি ও অন্যান্য জরুরি বিধানগুলোর প্রাথমিক স্তরের ইলম শিক্ষাদান।

৪. ওযু, নামায, নামাযের ফরয ওয়াজিব ও সুন্নতসহ প্রভৃতি বিষয়গুলোর ব্যবহারিক শিক্ষাদান।

৫. হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের জরুরি মাসায়েল শিক্ষাদান।

৬. ইসলামী আদব-শিষ্টাচার শেখানোর বাস্তব অনুশীলন।

৭. বাচ্চাদের উন্নত আখলাক ও উত্তম গুণাবলিতে অভ্যস্ত করা।

৮. প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক বিষয়ে সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়া এবং সুন্নাহ অনুসরণের আমলী প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৯. দুআ যিকিরে অভ্যস্ত করা এবং তাদের অন্তরে আল্লাহর বড়ত্বের অনুভূতি বদ্ধমূল করে দেওয়া।

১০. আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ৯৯ টি পবিত্র নাম তথা 'আসমাউল হুসনা' এর তালীম প্রদান করা।

১১. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও জীবনীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি করে দেওয়া।

মাকতাবের সিলেবাস পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে, ঈমান ও আকীদা রক্ষা, নামায-রোযার অভ্যাস গড়ে তোলা, কুরআন কারীমের সহীহশুদ্ধ তেলাওয়াত শেখা, মা-বাবার হক সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং প্রিয়নবীর সীরাত ও আদর্শ জানা– সবকিছুই দ্বীনের মৌলিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সত্যিকার অর্থে একজন মুমিন-মুসলমান হিসেবে গড়ে ওঠা এসব মৌলিক জ্ঞানার্জনের ওপর নির্ভরশীল। আর এ শিক্ষাগুলো গুরুত্ব ও যত্নের সাথে একমাত্র মাকতাবেই প্রদান করা হয়। তাই বলা যায়, ভবিষ্যত প্রজন্মের ঈমান-আমল রক্ষায় মাকতাবের বিকল্প নেই।

বাস্তব জীবনে মাকতাব শিক্ষার সুদূরপ্রসারী প্রভাব

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেখানে সমস্ত বস্তু ও উপাদানকে মানুষের জন্য আরামদায়ক ও কল্যাণকর করে তোলার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, সেখানে ইসলামী শিক্ষা মানবজাতিকে খোদাভীতি, পরকালমুখিতা ও ঈমানী চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বানানোর কাজে নিয়োজিত। মাকতাব প্রোগ্রাম এই লক্ষ্য অর্জনের একটি সূচনা প্রয়াস। কার্যকরি মাকতাব শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ ও শিক্ষার্থীদের জীবনে আল্লাহর মেহেরবানীতে নিম্নোক্ত সুফল লাভ হবে–

নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মুসলিমের ঈমান ও আকীদা যাবতীয় গোমরাহী ও বিচ্যুতি থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

নতুন প্রজন্ম মা-বাবার অধিকার আদায়সহ সমস্ত আমল-ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে গড়ে ওঠবে।

ইসলামী আদব-আখলাকের অনুপম শিক্ষা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলিত হবে।

সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, মাদকাসক্তিসহ সবধরনের পাপাচার হ্রাস পাবে।

আল্লাহ তাআলার প্রতি সর্বোচ্চ অনুগত আত্মসমর্পিত মুত্তাকী-পরহেযগার এক প্রজন্ম গড়ে উঠবে।

নারী, শিশুসহ সমস্ত মানুষকে ইসলাম যে অধিকার দিয়েছে, তা সুরক্ষিত থাকবে। ফলে সমাজ থেকে সবধরনের বৈষম্য ও জুলুম ক্রমেই নিঃশেষিত হবে।

উলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণের মাঝে মযবুত সেতুবন্ধন তৈরি হবে। ফলে কুরআন ও সুন্নাহর আলো সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে যাবে।

উল্লেখ্য, মাকতাব শিক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত এসব সুফল তখনই দীর্ঘমেয়াদী হবে যখন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র মাকতাব শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবকে জীবনব্যপী ধরে রাখার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকবে।

আফটার স্কুল মাকতাব

নতুন প্রজন্মের জন্য যুগোপযোগী সমাধান

দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, মাকতাব শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে হারিয়ে যেতে বসেছে। এর কারণ প্রধানত দুটি-

সালাফে সালেহীনের যুগে মানুষের জীবনে আল্লাহভীতি, পরহেযগারি ও দুনিয়াবিমুখতা স্পষ্ট ছিল। তখন অভিভাবক-শিক্ষার্থী সকলেই দ্বীনী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ছিল। ফলে মাকতাব শিক্ষা সমাজে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা পেত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে তাকওয়া ও আখেরাত সচেতনতা কমতে থাকে এবং এর স্থলে জায়গা নিয়েছে দুনিয়ামুখিতা ও পরকালীন উদাসীনতা। ফলে দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

অপরদিকে পশ্চিমা সভ্যতা ও তার অনুসারীদের অবিরাম ষড়যন্ত্র, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পতন এবং শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষা অপসারণ করে সেক্যুলার ও ধর্মহীন শিক্ষার প্রচলন– সবকিছু মিলিয়ে মাকতাব শিক্ষার বিলুপ্তি ত্বরান্বিত করেছে।

মাতৃভূমি বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। একসময়ের সকালের মাকতাবগুলো এখন শহর-গ্রাম মিলিয়ে প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

হারিয়ে যাওয়া মাকতাব শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণ ফিরিয়ে আনা ও স্কুলগামী নতুন প্রজন্মকে কুরআন মাজীদ ও ফরয ইলম শেখানো– প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে উলামায়ে কেরাম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আধুনিক ও সময়োপযোগী মাকতাব শিক্ষা প্রোগ্রাম চালু করে বড় সাফল্য প্রত্যক্ষ করছেন, আলহামদুলিল্লাহ। বাংলাদেশে আধুনিক মাকতাব শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলিত একটি পদ্ধতি হলো 'আফটার স্কুল মাকতাব'[২৭], যা ঐতিহ্যবাহী মাকতাব শিক্ষার মৌলিক রূপ

---

২৭. দারুল আরকাম ইনস্টিটিউট, কিশোরগঞ্জ ২০০৯ সাল থেকে 'আফটার স্কুল মাকতাব' এর প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তারা সারা দেশে প্রায় ৬০০ মাকতাব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মধ্য দিয়ে সর্বস্তরে প্রাথমিক দ্বীন শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে খেদমত করে যাচ্ছেন।

ফিরিয়ে এনেছে এবং যুগ চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় ও উপকারি বিষয় সংযোজন করে চলেছে।

সারকথা, আফটার স্কুল মাকতাব হলো এমন এক যুগোপযোগী উদ্যোগ, যেখানে ইসলামের চিরন্তন শিক্ষার মূলধারা অক্ষুণ্ন রেখে নতুন প্রজন্মকে সুন্দর, শুদ্ধ ও সঠিক পথে গড়ে তোলার প্রয়াস চলছে।

স্বনামধন্য দ্বীনী ও ইলমী প্রতিষ্ঠান মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ তার দাওয়াহ ও শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আফটার স্কুল মাকতাব চালু করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। আপাতত ঢাকার রামপুরা এলাকার মহানগর প্রজেক্টে এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যেখানে দেড় শতাধিক শিশু-কিশোর কুরআন মাজীদ ও ফরয ইলমের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করছে।

আফটার স্কুল মাকতাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র

শিক্ষার যে কোনো স্তরের আয়োজনকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করতে হলে মৌলিকভাবে চারটি বিষয়ের উন্নয়ন অপরিহার্য। যথা:

১. সুশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থা

মাকতাব শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিকল্পিত, সংগঠিত ও লক্ষ্যনির্ভর কাঠামোয় উন্নীত করার লক্ষ্যে আফটার স্কুল মাকতাবে উপযুক্ত সময়সূচি ও মননশীল শিক্ষাপরিবেশের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে।

এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাসের সময়সূচি ও মেয়াদ এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যেন যে কোনো স্তরের স্কুলগামী শিক্ষার্থী জাগতিক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি সকাল-বিকাল-রাত তিন শিফটের যে কোনো শিফটে মাত্র এক ঘণ্টার জন্য মাকতাবে উপস্থিত হতে পারে এবং দ্বীনের মৌলিক ও ফরয ইলম অর্জন করতে পারে।

এছাড়াও দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে পরিবেশ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেজন্য প্রত্যেক এলাকার স্তর ও জীবনমান অনুযায়ী মাকতাবের পরিবেশ সাধ্যমত সুসজ্জিত করার চেষ্টা করা হয় এবং পর্যাপ্ত খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখা হয়।

২. উন্নত পাঠ্যক্রম

প্রি-মাকতাব ও মাকতাব–এই দুটি শাখার অধীনে সাত বছর মেয়াদী পাঠ্যক্রম ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। এ পাঠ্যক্রমের আওতায় স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে কুরআন মাজীদের নাযেরা শেষ করে হিফযও শুরু করতে পারবে। সেই সাথে দ্বীনের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী ইলম অর্জন করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। পর্যায়ক্রমে এস.এস.সি ও এইচ. এস.সি পর্যন্ত দ্বীনী বিষয়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়নের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

৩. ফলপ্রসু ও যুগোপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতি

আফটার স্কুল মাকতাবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর আকর্ষণীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি। এখানে সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে আনন্দের সাথে দ্বীনের বুনিয়াদী ইলম শিখিয়ে দেওয়া হয়। আর এটি সম্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের উপস্থিতির কারণে–

ক. দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও উদ্যমী শিক্ষক

খ. দৃঢ় নেতৃত্ব ও কার্যকর প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান

গ. মূল্যায়ন ও অগ্রগতির নজরদারি

ঘ. অভিভাবকের আন্তরিক সম্পৃক্ততা

৪. আমল-আখলাকের বাস্তব অনুশীলন

আফটার স্কুল মাকতাবে শুধু মুখস্থ বা মৌখিক পাঠেই সীমাবদ্ধ রাখা হয় না। শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তবে অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং নিজ জীবনে তা পালন করতে উৎসাহিত করা হয়। নিয়মিত নামায আদায়, ইসলামী আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার মেনে চলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ফরয ইলমের প্রসার ও মাকতাব প্রতিষ্ঠায় আমাদের করণীয়

মনে রাখতে হবে, সমাজের সর্বস্তরে ফরয ইলমের প্রসার ও মাকতাব প্রতিষ্ঠায় সকলের দায়িত্ব ও করণীয় রয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয়-

১. সচেতনতা সৃষ্টি করা

প্রথমে নিজেকে জানতে হবে- ফরয ইলম কী, ফরয ইলম কেন শিখতে হবে, ফরয ইলম শেখার সুফল ও না শেখার ক্ষতি কী। আর সেজন্য–

নির্ভরযোগ্য দ্বীনী বই পড়া। যেমন- ফরয ইলম শিক্ষা ও বিস্তার, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক হাফি. রচিত এবং ঈমানের দাবি, মাওলানা আবু সাবের আবদুল্লাহ হাফি. রচিত।

আস্থাভাজন উলামায়ে কেরামের সোহবতে গিয়ে দ্বীনী আলোচনা শোনা। পাশাপাশি এ বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করা।

মা-বাবার কর্তব্য সন্তানের হক সম্পর্কে জানা। বিশেষত সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করা কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করা।

নিজ নিজ অঙ্গনে ফরয ইলম শেখার দাওয়াত দেওয়া এবং ফরয ইলম শিক্ষাকেন্দ্র ও মাকতাব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সবার সামনে তুলে ধরা।

২. কার্যকরি ভূমিকা পালন

ফরয ইলমের প্রসারে প্রত্যেককে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে হবে। আর সেজন্য–

সামর্থ্যবানরা অর্থবিত্ত দিয়ে বড়দের জন্য ফরয ইলম শিক্ষাকেন্দ্র ও শিশুদের মাকতাব প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করবেন।

দ্বীনী ইলমের অধিকারীগণ এসব প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বা পরামর্শ দিয়ে অংশগ্রহণ করবেন।

প্রভাবশালীগণ তাদের প্রভাব-প্রতিপত্ত এসব প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ব্যবহার করবেন।

সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যারা রয়েছেন, তারা রাষ্ট্রকে উলামায়ে কেরামের

তত্ত্বাবধানে এধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

অভিভাবকগণ সন্তানদেরকে মাকতাবে পাঠাবেন।

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যাদের এখনো ফরয ইলম অর্জন করার সুযোগ হয়ে ওঠে নি, তারাও শিক্ষার্থী হয়ে ফরয ইলম শেখায় আত্মনিয়োগ করবেন।

সারকথা, ফরয ইলমের প্রসারে সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতা করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। তাই এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই, বরং আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখা প্রত্যেকের অপরিহার্য কর্তব্য।

আল্লাহ তাআলা সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

পরিচিতি ও উদ্দেশ্য

ইসলামী শিক্ষা, গবেষণা ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান

এক নজরে

প্রতিষ্ঠা : ১ মুহাররম ১৪৪২ হিজরী, মোতাবেক ২০ আগস্ট ২০২০ খৃস্টাব্দ

মহাপরিচালক : হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম হাফিজাহুল্লাহ (শাইখুল হাদীস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা)

পরিচালক : হযরত মাওলানা তাহমীদুল মাওলা হাফিজাহুল্লাহ

রচনা ও গবেষণা বিভাগের সদস্য : ৩ জন

হিফয একাডেমির শিক্ষক : ৩ জন

আফটার স্কুল মাকতাবের শিক্ষক : ৫ জন

স্টাফ : ৩ জন

চলমান কার্যক্রম

১- গবেষণা ও প্রকাশনা

২- দ্বীনী ইলম শিক্ষা কোর্স

৩- হিফয একাডেমি

৪- আফটার স্কুল মাকতাব

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা)

(এক) দ্বীনী শিক্ষা বিষয়ক

(ক) সর্বসাধারণের জন্য জরুরিয়াতে দ্বীন তথা দ্বীনের প্রাথমিক জরুরি শিক্ষাকে ব্যাপক করা। ইসলামের মানবিক, চারিত্রিক ও সামাজিক শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া।

(খ) শিশুশিক্ষা নিয়ে কাজ করা। যেমন- হিফয একাডেমি, আফটার স্কুল মাকতাব এবং সরাসরি স্কুল প্রতিষ্ঠা বা স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করা।

(গ) দাওরায়ে হাদীস সমাপনকারীদের লক্ষ রেখে-

১. তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিতদের নিয়ে বিভিন্নমুখী মেহনতের মাধ্যমে যোগ্য লেখক, গবেষক ও দাঈ তৈরি করা। এ লক্ষ্যে বিশেষায়িত বিভাগ শুরু করা, সংক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন মেয়াদী কোর্স চালু করা।

২. উন্মুক্তভাবে প্রবন্ধ-রচনা ও সাধারণ গবেষণা প্রস্তুতের প্রতিযোগিতার আয়োজন, পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা।

৩. কওমী মাদরাসা থেকে শিক্ষা সমাপনকারীদের মধ্যে বিশেষ শ্রেণীর জন্য কর্মমুখী শিক্ষার আয়োজন করা। যেমন- কম্পিউটার বা ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট কাজে বিশেষজ্ঞরূপে গড়ে তোলা।

(দুই) গবেষণা

(ক) ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার ও ইসলাম নিয়ে সৃষ্ট সংশয় নিরসনে প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ তৈরি ও প্রকাশ করা।

(খ) সাধারণ মুসলমানের জন্য শিক্ষা, শিশুশিক্ষা, নারীশিক্ষা ও কওমী মাদরাসা শিক্ষা সমাপনকারীদের বিশেষায়িত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গবেষণার কাজ করা। যেমন- সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দীনি শিক্ষা বিষয়ে মানসম্পন্ন বই প্রস্তুত করা, ইসলামী ভাবধারার শিশুতোষ বই প্রস্তুত করা, ভারত ও বাংলাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস ইত্যাদি প্রস্তুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

(গ) বাংলাদেশ সহ বর্তমান বিশ্বে যে কোন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দ্বীনী সিদ্ধান্ত নির্ণয় করে মুসলমানদের সামনে তুলে ধরা।

(ঘ) দ্বীনী ইলমের যে কোনো শাখায় মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজনকে সামনে রেখে আরবী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় গবেষণামূলক রচনা প্রস্তুত করা।

(ঙ) প্রাচীন ও প্রয়োজনীয় ইলমী দুর্লভ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও প্রকাশ।

(চ) কওমী মাদরাসার সিলেবাস-মানহাজের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।

(তিন) দাওয়াহ

(ক) ব্যাপক পরিসরে দাওয়াহর কাজ করার সহজ ও শক্তিশালী একটি মাধ্যম হচ্ছে মৌখিক দ্বীনী আলোচনা ও নাসীহা। এর মাধ্যমে দেশে ও দেশের বাহিরে আন্তর্জাতিক পরিসরে দ্বীন প্রচারের কাজে অংশগ্রহণ করা।

(খ) চিরসত্য ইসলামের সুন্দর ও কল্যাণকর শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ মানুষকে পরিচিত করা ও ইসলামের ওপর আরোপিত অজ্ঞতাসুলভ আপত্তির সন্তোষজনক জবাব দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাভাষী মুসলিমদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্বীনী-দাওয়াতী গ্রন্থ রচনা ও প্রস্তুত করা।

(গ) একদল যোগ্য দাঈ আলিম প্রস্তুত করা, যারা সমাজের প্রয়োজন ও যুগ চাহিদা অনুধাবন করে ইসলামের সঠিক বার্তা জাতির সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

(ঘ) দাওয়াহর পদ্ধতি বিষয়ক প্রান্তিকতা দূর করা; একদল দাঈ তৈরি করা যারা প্রকৃত অর্থে দাঈর বৈশিষ্ট্য ধারণ করবেন এবং সহীহ পন্থায় দাওয়াহ চর্চার চেষ্টা করবেন।

(ঙ) বর্তমান যুগে অনলাইন একটি বৃহৎ পরিসর, যার সাথে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ কমবেশি সম্পৃক্ত। তাই অনলাইনভিত্তিক সব ধরনের দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করে এ পরিসরে দাওয়াহর শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

(চ) সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজ ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য। আলেমদের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ এ কাজকে বৃহৎ পরিসরে আঞ্জাম দেওয়া সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। সে লক্ষ্যে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ সাধ্যমত একাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করবে।

চলমান কার্যক্রম

ক. রচনা গবেষণা ও প্রকাশনা

এ পর্যন্ত আরবী, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত মোট ৩০ টি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৩ খণ্ডের বিশাল কলেবরের গ্রন্থ যেমন আছে, তেমনি গাইডলাইন জাতীয় ছোট ছোট পুস্তিকাও রয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থই গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ। আরবী গ্রন্থসমূহ মূলত ইসলামী বিশ্বের ইলমী অঙ্গনের জ্ঞানচর্চাকে বেগবান করার লক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

আরবী গ্রন্থের তালিকায় রয়েছে

১- কিফায়াতুল মুগতাযী ফি শারহি জামিয়িত তিরমিযী (কিতাবটি মোট ১৭ খণ্ডে সমাপ্ত হবে, ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, ৪ খণ্ড প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে সবচে বেশি শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়েছে এই গ্রন্থটি প্রস্তুত ও প্রকাশ করার পেছনে)

২- আলইতিবার বিমা ওয়ারাদা ফি লাইলাতিন নিসফি মিন শাবান মিনাল আহাদীসি ওয়াল আসার

৩- কালিমাত আন আখবারিশ শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

৪- উলামাউ দেওবন্দ, নামাজিযু মিন হায়াতিহিমুদ দ্বীনিয়্যাহ ওয়াল ইলমিয়্যাহ

৫- আদদুরারুস সামীনাহ ফি মুসতালাহিস সুন্নাহ

৬- আল মুখতার

৭- ইখতিসারুত তারাবীহ

৮- সীরাতু খাতামিল আম্বিয়া

উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দুটি গ্রন্থ

১- মুকাদ্দিমাতে নুমানী (১ম খণ্ড)

২- নেসাবে তালিম

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৮ টি

১- ঈমানের দাবি

২- হায়াতুল আম্বিয়া

৩- নবীজির জন্মতারিখ ও ঈদে মীলাদুন্নবী

৪- হানাফী মাযহাব : প্রাসঙ্গিক

আলোচনা

৫- তিন মনীষীর জীবনকথা

৬- কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি

৭- হজ গাইডলাইন

৮- উমরা গাইডলাইন

৯- কুরবানী গাইডলাইন

১০- যাকাত ক্যালকুলেশন ফরম

১১- কিতাব পরিচিতি

১২- এক ঝলকে কুরআন কারীম

১৩- সমর্পণের পদাবলী

১৪- আমানতু বিল্লাহ

১৫- তাকওয়া ও তাযকিয়া

১৬- কুরআন তিলাওয়াত

১৭- অভিন্ন গন্তব্যের বিভিন্ন পথ

১৮- জীবনী : কাশিয়ানী হুজুর

ইংরেজি ভাষায়

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দ্বীনের খেদমতের লক্ষে ইংরেজি ভাষায়ও কিছু কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে, যার সূচনা হয়েছে শিশুদের জন্য "ইকরা কায়দা" প্রকাশ করার মাধ্যমে, যা বাংলাদেশের কয়েকটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসহ আমেরিকা, কানাডার কিছু স্কুলেও পড়ানো হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। তাছাড়া ইংরেজি ভাষায় যাকাত ক্যালকুলেশন ফরম তৈরি করা হয়েছে, যার পিডিএফ আমাদের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছে।

পিডিএফ ভার্সন

সহজে সবার কাছে দ্বীনের বার্তা পৌঁছে দিতে ছোট ছোট কিছু পুস্তিকার পিডিএফ ওয়েবসাইটে বিনা মূল্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে পিডিএফ উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কিছু গ্রন্থের শুধু পিডিএফ ভার্সনই প্রস্তুত করার ইচ্ছাও রয়েছে।

খ. দ্বীন শিক্ষা কোর্স

অনলাইন কার্যক্রম

অনলাইনে দ্বীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ১৬ টি কোর্স এর আয়োজন করা হয়েছে। ইসলামী আকীদা (ঈমানের ছয় রোকন), কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি, হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি-১ম ও ২য় পর্ব, আলফিকহুল ইসলামী (ইসলামী ফিকহ পরিচিতি)-১, বিয়ে-শাদী, তারবিয়াতুল আওলাদ, দরসে যাকাত, হজ প্রশিক্ষণ, হালাল ফুড প্রভৃতি

গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ে কোর্স আয়োজিত হয়েছে, যেখানে দেশের বিজ্ঞ ও শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ ক্লাস করিয়েছেন। এছাড়াও অনলাইনে বেশ কিছু মুহাযারা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেমন- অনলাইন দীনী দাওয়াহ সতর্কতা ইত্যাদি।

অফলাইন কার্যক্রম

অফলাইনে দুটি কোর্স চলমান রয়েছে:

১. এক বছর মেয়াদী সাপ্তাহিক মৌলিক দ্বীন শিক্ষা কোর্স

২ দৈনিক মৌলিক দ্বীন শিক্ষা কোর্স

গ. হিফয একাডেমি

পরিকল্পিত ও বিশেষায়িত অনাবাসিক হিফয বিভাগ, যেখানে শিফট সিস্টেমে কুরআন হিফযের পাশাপাশি জেনারেল ও মৌলিক দীন শিক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা হিফয শেষ করার পর কিতাব বিভাগে বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণিতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে এবং অন্যদের থেকে পিছিয়ে না পড়ে। হিফয, নাজেরা, কায়েদার একাধিক শাখায় বর্তমানে ২২ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।

ঘ. আফটার স্কুল মাকতাব

স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের দ্বীন-ঈমানকে সুরক্ষিত করে ইসলামের সাথে গভীরভাবে পরিচিত করে তুলতে আফটার স্কুল মাকতাব এর আয়োজন। এ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন শিফটে প্রায় ১৫০ জন শিশু-কিশোর দৈনিক ১ ঘণ্টার ক্লাসে অংশগ্রহণ করে কায়দা, কুরআন মাজীদ, আকীদাসহ দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি পর্যায়ক্রমে শিখছে। বয়স ও মেধানুসারে প্রয়োজনীয় সকল দ্বীনী বিষয় যেন শিশুরা মাকতাব থেকেই শিখতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনার কাজও চলমান রয়েছে।

❁❁❁